যখনে আনন্দ কবিগান ক'রেছিল।
টপ্পা-গানে তাঁর মত কেহ নাহি হ'ল।।
উপস্থিত বুদ্ধিমতে টপ্পার বাঁধুনি।
করিত আশ্চর্য্য ভাবে অদ্ভুত বাখানি।।
শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ যত কবি বঙ্গের ভিতর।
আনন্দের টপ্পা-চাপে সকলি কাতর।।
যশের সহিত গান করে মহাশয়।
দেশ মধ্যে সবে করে মান্য অতিশয়।।
অর্থ বিত্তে আনন্দের আছে বটে সুখ।
পুত্র শূন্য গৃহ তাঁর প্রাণে বড় দুঃখ।।
একে একে ছয় কন্যা জন্মিল তাহার।
পুত্র-মুখ অদর্শনে চিত্ত অন্ধকার।।
হাতিখাদা গ্রামবাসী নাম যে তিলক।
বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত সে ছিল অপুত্রক।।
প্রভু কাছে পুত্রবর ভক্তি ভাবে চায়।
প্রভুর কৃপাতে পুত্র সে তিলক পায়।।
মল্লকান্দী রামতনু শেফালী সুজন।
প্রভু আজ্ঞা পালি' সেই পে'ল পুত্রধন।।
এ সব বারতা শুনি লোকজন মুখে।
আনন্দ আনন্দে ছুটে ওড়াকান্দী দিকে।।
পথে যেতে কত বাধা দিল কতজনে।
সমস্ত কাটিয়া চলে পুত্রের কারণে।।
প্রভুর সম্মুখে যবে হইল উদয়।
কৃপা করি হরিচাঁদ আনন্দকে কয়।।
"মহাকবি তুমি বটে বঙ্গের ভিতর।
তুমি কেন এলে বাপু! আমার গোচর?
কতজনে পথে তোমা দিল পরামর্শ।
কি ঠাকুর হরিচাঁদ কি গুণেতে বশ্য?
থাকিতে খাইতে কভু কা'রে নাহি দেয়।
সেখানে চ'লেছে কেন কিবা তব দায়?"
বাক্য শুনি আনন্দের চক্ষে বহে জল।
বলে "অন্তর্য্যামী তুমি দুর্ব্বলের বল।।
অবিশ্বাসী ভ্রান্ত মোরা তোমা' নাহি চিনি।
তবু দয়া কর জীবে দয়ার বাখানি।।
কি কারণে আসি প্রভু তুমি জানো সব।
পুত্রহীন মানবের বিফল গৌরব।।
একে একে ষড় কন্যা জন্মে মম ঘরে।
পুত্রের অভাবে দুঃখ আমার অন্তরে।।
ঝাড়া জলপড়া কত ওঝা ফকিরাদি।
সকলি করেছি প্রভু যে দেয় যে বিধি।।
কোন ফল নাহি পে'য়ে ডাক্তার বৈদ্যেরে।
দিয়েছি অসংখ্যা টাকা পুত্র লভিবারে।।
সকলি নিষ্ফল প্রভু কারো শক্তি নাই।
তুমি দিলে দিতে পার গোলোকের সাঁই।।"
প্রভু বলে "শুনিলাম আর না শুনিব।
পালিতে পারিবি বাপু, আমি যাহা ক'ব?
শুন শুন হে আনন্দ! কথা নহে মিথ্যা।
সর্ব্ব কর্ম মূলে জান চিত্ত বিশুদ্ধতা।।
চরিত্র পবিত্র হ'লে চিত্ত-শুদ্ধি হয়।
পবিত্র চরিত্র মূলে ব্রহ্মচর্য্য রয়।।
পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যত ছিল ব্রহ্মচারী।
নিষ্কাম থাকিয়া সবে ত্যজেছিল নারী।।
একে কলিকাল তাহে ক্ষুদ্রজীবি নর।
কঠোর সাধনে এরা নহে তৎপর।।
এইজন্য সাধ্যায়ত্ত সহজ সাধনে।
"একনারী ব্রহ্মচারী" বলি সর্ব্বজনে।।
তাহারো বিধান আছে মান্য করা চাই।
ঋতুরক্ষা কালে মাত্র অন্যকালে নাই।।
তথাপি জীবের দেখ কতই কু-আশা।
কালাকাল নাহি মানে এমন পিপাসা।।
ফলে দেখ আধি ব্যাধি ঘরে ঘরে রয়।
অপুত্রক রহে কত পেয়ে হারা হয়।।
পুত্রের কামনা যদি অন্তরে তোমার।
যাহা বলি তাহা করো কার্য্যে নাহি আর।।